যুগান্তর
তারিখ ... 06-MAR-2007 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সাহাবুল হক

সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা কেন জরুরি

সপ্তম কিংবা অষ্টম শ্রেণীর বৈতরণী পার করেছে অথচ 'মাই এইম ইন লাইফ' বা 'আমার জীবনের লক্ষ্য' রচনাটি ঠোঁটস্থ করেনি এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রচনাটি পড়ে কচি মনে সবারই ডাক্তার হয়ে দরিদ্র এলাকাবাসীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেয়ার তীব্র বাসনা জাগে। রচনাটি বইয়ে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমত, শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ ঘটানো এবং দ্বিতীয়ত, ছেলেমেয়েদের বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখানো। এই স্বপ্ন বড় কঠিন হয়ে ধরা দেয় যখন একজন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিকে সন্তোষজনক ফল নিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পরও মেডিকেল কেন ছোট কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ার সুযোগ না পায়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করার পর একজন শিক্ষার্থীর মনে সবচেয়ে বড় ভাবনা হল বুয়েট, মেডিকেল কিংবা ভালো কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এসব টগবগে তরুণ-তরুণীর অধিকাংশের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। তা আর কখনও বাস্তবে রূপ নেয় না। জীবন শুরুর প্রথম পর্যায়েই এসব শিক্ষার্থী বড় ধরনের একটি হোঁচট খায়। এর অন্যতম কারণ হল উচ্চ শিক্ষায় ভয়াবহ আসন সংকট। এছাড়া আসন সংকটের মাঝেও প্রতি বছর কয়েক হাজার আসন শূন্য রেখে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তি সম্পন্ন হয়। এ দুটির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমন্বিত প্রক্রিয়ায় ভর্তি পরীক্ষা না হওয়া। বুয়েট, মেডিকেলসহ দেশের বড় বড় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। মেডিকেল কলেজগুলোতে প্রথম বর্ষের ক্লাসও শুরু হয়েছে। কয়েকটিতে ফল প্রকাশের পর এখন সেখানে শিক্ষার্থী ভর্তি চলছে। কয়েকটিতে দু'একদিনের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

উচ্চ শিক্ষায় আসন সংকট নতুন কোন বিষয় নয়। জনগোষ্ঠীর তুলনায় এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মেডিকেলের সংখ্যা খুবই সীমিত। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ২১টি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৪টি এবং সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা মাত্র ২৬টি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য অনুযায়ী দেশে বর্তমানে ১৮ থেকে ২৩ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের ৪ থেকে ৬ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। প্রতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতকরা ১০ ভাগ। উন্নত বিশ্বের তুলনায় এ সংখ্যা অত্যন্ত কম। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এই সংখ্যা ১১ দশমিক ৯ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ২৯ দশমিক ৩ শতাংশ এবং থাইল্যান্ডে ৩৭ দশমিক ৩ শতাংশ। আমাদের দেশে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে পড়াশোনা করছে ১০ লাখ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ১ লাখ ১২ হাজার ৪৩০ জন। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ লাখ ৭৩ হাজার ৪৯২ জন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৪ হাজার ২৭১ জন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬২ হাজার ৮৫৬ জন। আসন সংকটের বিষয়টি রাতারাতি সমাধান করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল প্রকট আসন সংকটের মধ্যেও কয়েক হাজার আসন শূন্য রেখে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি শুরু হচ্ছে। প্রতি বছরই একই অবস্থা হয়। কোন কয়েকটি কারণে এসব আসন শূন্য থাকে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে এইচএসসি পাস করে একজন শিক্ষার্থী পরপর দু'বার ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। অনেক শিক্ষার্থীই আছে যারা প্রথমবার ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে 'পছন্দমতো বিশ্ববিদ্যালয়ে' ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় না। আবার পছন্দমতো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলেও প্রত্যাশানুযায়ী ভালো কোন বিভাগে ভর্তি হতে পারে না। ফলে প্রথমবার শিক্ষার্থীদের অনেককেই স্বল্প পছন্দের মোটামুটি যে কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে খুশি থাকতে হয়। দ্বিতীয়বার আবার তারা ভর্তি পরীক্ষা দেয় কাঙ্ক্ষিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওয়ার জন্য। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ সফল হয়। সফলকাম শিক্ষার্থীরা এক বছর 'ইয়ার লস' করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এতে আগের আসনটি শূন্যই পড়ে থাকে। এভাবে সৃষ্ট শূন্য আসনগুলো আর কখনোই পূরণ করা হয় না। এছাড়া ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কোন সমন্বয় না থাকায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক এক ধরনের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি বিদ্যমান। এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি, অনুষদ বা ইউনিটভিত্তিক পরীক্ষা আবার আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগভিত্তিক পরীক্ষা। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষদভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা চালু আছে। সমধর্মী বেশ কয়েকটি বিভাগের সমন্বয়ে এক একটি অনুষদ গঠিত হয়। একটি অনুষদে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার অর্থ হল ওই অনুষদের আওতাধীন সব বিভাগেই মেধাক্রম অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার যোগ্য। আবার প্রতিটি বিভাগের ওপর আলাদা আলাদা পরীক্ষা হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটিতে। এ পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর্থিকভাবে বেশ লাভবান হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভর্তি পরীক্ষার্থীরা। কারণ একজন পরীক্ষার্থী শুধু এক বিভাগে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ক্ষান্ত থাকে না। সে আরও একাধিক বিভাগে ভর্তি পরীক্ষা দেয়। এ ক্ষেত্রে একজন পরীক্ষার্থীকে একাধিক ভর্তি ফরম কিনতে হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য বেশ কয়েকদিন সেখানে অবস্থান বা আসা যাওয়া করতে হয়। শুধু আর্থিকভাবেই শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তাদের অনেক দুর্ভোগেরও শিকার হতে হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরও বেশি। এছাড়া কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে পরীক্ষা হয় আবার কোথাও রচনামূলক প্রশ্নে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত পরীক্ষার পর মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়, আবার কোথাও দিতে হয় না। পরীক্ষায় এক এক জায়গায় এক ধরনের সময় নির্ধারিত থাকে। ভর্তি পরীক্ষার বিভিন্নতার ফলে শিক্ষার্থীদের যথাযথ উপায়ে মেধা যাচাই হয় না। এছাড়া একই তারিখে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পড়ে যাওয়ায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা একাধিক জায়গায় ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গত ১১ ফেব্রুয়ারি একই দিনে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ছিল। যারা ওই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরম কিনেছে তাদের যে কোন একটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

আসন সংকট মোকাবেলার জন্য কয়েকটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। প্রথমত, ভর্তির সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার্থীদের মূল কাগজপত্র জমা রাখতে হবে। কেউ কোন কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করলে কর্তৃপক্ষ যাতে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে পারে। দ্বিতীয়ত, যে বিভাগগুলোতে প্রতি বছর আসন শূন্য হয়ে পড়ে সেখানে কিছুসংখ্যক অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালু হলে আসন সংকট অনেকটাই দূর হবে। [illegible] এর আগে মঞ্জুরি কমিশন এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নিলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অসহযোগিতার কারণে [illegible] সফল হয়নি। সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে উদ্যোগী হয়ে আলাদা একটি নীতিমালা তৈরি করতে হবে। সব বিশ্ববিদ্যালয় যা অনুসরণ করবে, যাতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। ভর্তি পরীক্ষার নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল টাইমিং বা সময়। অর্থাৎ এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা এবং ভর্তি সম্পন্ন করে ক্লাস শুরু করে দিতে হবে। এটি করা গেলে ক্যাম্পাস থেকে সেশনজট অনেকাংশেই দূর করা সম্ভব হবে। এছাড়া ভর্তি ফরমের মূল্য, প্রশ্নপত্রের ধরন, ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি অর্থাৎ বিভাগভিত্তিক না অনুষদভিত্তিক এর সবকিছু নীতিমালায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

সাহাবুল হক : [illegible] শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট